বার্ষিক প্রতিবেদন
২০০৪-০৫

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকারি নীতি নির্ধারণে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব রয়েছে। সমন্বয়ধর্মী বিভাগ বিধায় এ বিভাগের কার্যপরিধি অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। মন্ত্রিসভা গঠন, মন্ত্রিগণের দায়িত্ব বন্টন, মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠান, মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ গঠন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্পৃক্ততার কারণে এ বিভাগের কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব রয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মপরিধি ও সম্পাদিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যবহুল ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের মতো ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে সংক্ষিপ্ত আকারে এ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখা/শাখার কর্মপরিচিতি এবং সম্পাদিত বিশেষ বিশেষ কাজগুলো তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পাঠকগণ প্রাসঙ্গিক ও ব্যবহার উপযোগী তথ্য পেতে সক্ষম হবেন এবং এ বিভাগের পরিচিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে একটি স্বচছ ধারণা পাবেন।

প্রতিবেদনটি সংকলন ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচিছ।

(এ এস এম আব্দুল হালিম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পরিচিতি	১-২
২।	সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	৩
৩।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখার কর্মবন্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪-৯
	(ক) মন্ত্রিসভা অধিশাখা	৪
	(খ) রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা	৪
	(গ) প্রশাসন অধিশাখা	৫-৬
	(ঘ) বিধি ও সেবা অধিশাখা	৬
	(ঙ) জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা	৭
	(চ) ফৌজদারি বিচার অধিশাখা	৮
	(ছ) অর্থনৈতিক অধিশাখা	৯
	(জ) প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা	৯
৪।	২০০৪-০৫ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহঃ	১০-১২
৫।	২০০৪-০৫ অর্থবছরে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতিঃ	১৩
৬।	২০০৪-০৫ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের বিবরণঃ	১৪-২২
৭।	পরিশিষ্ট - কঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো	

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভাকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে **১৯৭২** সালে মন্ত্রিপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Cabinet Affairs) এর অধীনে একটি বিভাগ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন উক্ত মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় নামে অভিহিত হয়। **১৯৮২** সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে **১৯৮৪** সালে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। অক্টোবর **১৯৯১** সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণর্ প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য এবং সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর এবং মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সরকারের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যার প্রভাব সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচেছ।

২। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তর বন্টন ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ; মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/চীফ হুইপ/প্রতিমন্ত্রী/ হুইপ/ উপমন্ত্রী/সমরূপমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে জেলার উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ, আইনশৃঙখলা পরিস্থিতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং সরকারের জনকল্যাণধর্মী কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও চলমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী এর পদমর্যাদা প্রদান; মাননীয় প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সংগীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স এবং রুল্‌স অব বিজনেস প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি;মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মবন্টন; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা; মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সেবামূলক কার্যাদি সম্পাদন; রাষ্ট্রীয় তোষাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি; জাতীয় পুরস্কার ও স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি বিষয়সমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মপরিধির আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সমর পুস্তক, খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি প্রণয়ন, বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

৩। সমগ্র দেশের ফৌজদারি বিচার প্রশাসন (ম্যাজিস্ট্রেসি) পরিচালনা; বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের তদারকি ও সমন্বয়সাধন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কাজ। **এছাড়া** নিকার সভা অনুষ্ঠান; নিকার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনুসরণ; বিভাগ, জেলা, উপজেলা, থানা ইত্যাদির সীমানা নির্ধারণ; নতুন বিভাগ/জেলা/উপজেলা/থানা সৃষ্টি; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচেছদ এবং রুলস্ অব বিজনেস,১৯৯৬ এর ১৬(৬) বিধি মোতাবেক ইংরেজি বছরের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন, রুলস্ অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর ২৫(১) বিধি অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সংকলন এবং রুলস্ অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর ২৫(৩) বিধি অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংকলনপূর্বক মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৫। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন, পুনর্গঠন, সংশোধন করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাচিবিক সহায়তায় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেঃ

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি ।

৬। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি ও বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিশেষ সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেঃ

- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি
- যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদানের বাস্তব উপযোগিতা বিদ্যমান নেই সে সকল সংস্থা চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করার জন্য গঠিত সচিব কমিটি
- ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি)
- নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

৭। আন্তঃমন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ নিষপত্তিতে এ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা পালন করে। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান এ বিভাগের মূল দায়িত্ব। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকাণ্ড চারটি অনুবিভাগের অধীনে ৮টি অধিশাখার আওতায় সম্পাদিত হয়। ৮টি অধিশাখার অধীনে ২৩টি শাখা, ১টি হিসাব ইউনিট, ১টি কম্পিউটার সেল, 'গবেষণা ও সংস্কার সেল' নামে একটি নতুন সেল, ১টি পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ ইউনিট এবং ১টি সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সর্বমোট লোকবল ১৬৮ জন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য একজন অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন। এছাড়া চারজন যুগ্ম সচিব চারটি অনুবিভাগের দায়িত্বে আছেন।

যুগ্ম সচিবের অধীনস্থ অধিশাখাসমূহ নিম্নরূপঃ

যুগ্ম সচিব (মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট)	১। মন্ত্রিসভা অধিশাখা ২। রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন ও বিধি)	১। প্রশাসন অধিশাখা ২। বিধি ও সেবা অধিশাখা
যুগ্ম সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)	১। জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা ২। ফৌজদারি বিচার অধিশাখা
যুগ্ম সচিব (কমিটি ও উন্নয়ন)	১। অর্থনৈতিক অধিশাখা ২। প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা

প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন উপসচিব এবং ২৩টি শাখার প্রতিটির দায়িত্ব পালন করেন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব। হিসাব ইউনিটে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। এছাড়াও প্রশাসন অধিশাখার আওতায় কম্পিউটার সেলে একজন প্রোগ্রামার ও দুইজন কম্পিউটার অপারেটর নিয়োজিত রয়েছেন। একজন সহকারী প্রধান গবেষণা ও সংস্কার সেলের দায়িত্বে আছেন।

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রেরিত মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষা করে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন ;

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখার কর্মবন্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(ক) মন্ত্রিসভা অধিশাখা

১। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান করাই মন্ত্রিসভা অধিশাখার প্রধান দায়িত্ব। এই অধিশাখার অন্যান্য কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

- মন্ত্রিসভা বৈঠক আহবান ও কার্যপত্র প্রেরণ, মন্ত্রিসভা বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ এবং মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণের অবলোকনের জন্য উক্ত কার্যবিবরণী প্রেরণ ও ফেরত গ্রহণ;
- মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অবহিতকরণ, মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সচিবের নিকট প্রেরণ, সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ ;
- মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সচিব সভার সাচিবিক দায়িত্ব পালন।

২। নিম্নোক্ত ৩টি শাখার মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) মন্ত্রিসভা বৈঠক শাখা
(খ) বাস্তবায়ন-১ শাখা
(গ) বাস্তবায়ন-২ শাখা।

(খ) রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচেছদ এবং Rules of Business, 1996 এর rule 16(vi) মোতাবেক ইংরেজি বছরের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে এবং নতুন জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ সংকলন, প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ; Rules of Business, 1996 এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের মাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সংকলন এবং Rules of Business, 1996 এর rule 25 (3) অনুসরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান; মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যে কোন বিষয়ের উপর ব্রীফ/সংলেখ প্রস্তুতকরণ; মন্ত্রিসভা বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী বাঁধাই ও সংরক্ষণ;সমর পুস্তক, খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখার থেকে সম্পাদন করা হয়।

২। নিম্নোক্ত ২টি শাখার মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) রিপোর্ট শাখা
(খ) রেকর্ড শাখা।

(গ) প্রশাসন অধিশাখা

প্রশাসন অধিশাখা মূলত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পাদন করে থাকে। প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের পদায়ন এবং কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, স্থায়ীকরণ, পদসৃষ্টি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছুটি, পেনশন, বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি প্রশাসনিক বিষয়াদি প্রক্রিয়াকরণ;
- কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরণের ভাতা, ভবিষ্য তহবিল, গৃহ নির্মাণ ঋণ, কম্পিউটার, মোটরকার ও মোটর সাইকেল ঋণ মঞ্জুর, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বাসস্থান বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল প্রকার স্টেশনারি/মনিহারী দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, টেলিফোন, যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুবিধাদিসহ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান;
- পাক্ষিক ও মাসিক বিভাগীয় সমন্বয় সভার যাবতীয় কার্যাদি, বিভিন্ন সেমিনার/সভা/ সম্মেলন/উৎসব আয়োজন ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাকরণ;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবন্টন;
- পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবদের বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাস/মিশন/আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সি আই পি নির্বাচন;
- কর্মকর্তাদের দেশে/বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- আন্তর্জাতিক পুরস্কার/পদক/খেতাব গ্রহণের জন্য বাংলাদেশী নাগরিকদের অনুমোদন প্রদান এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- তোষাখানা নীতি প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় তোষাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষপত্তিকরণ;
- সচিবালয় প্রবেশের সুবিধা বঞ্চিত নাগরিকদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রতিকার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অভিযোগ/আবেদন পত্র গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ ;
- এ বিভাগে প্রেরিত পত্রাদি গ্রহণ ও বিতরণ এবং এ বিভাগ হতে অন্যত্র পত্রসমূহ বিলি বন্টন সংক্রান্ত কাজ।

২। নিম্নোক্ত শাখাসমূহের মাধ্যমে প্রশাসন অধিশাখা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করছে ঃ

(ক) সংস্থাপন শাখা
(খ) সাধারণ সেবা শাখা
(গ) সাধারণ শাখা
(ঘ) গোপনীয় ও তোষাখানা শাখা
(ঙ) হিসাব শাখা
(চ) সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্র
(জ) কম্পিউটার সেল।

(ঘ) বিধি ও সেবা অধিশাখা

বিধি ও সেবা অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তর বন্টন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সংসদ সম্পর্কিত কার্যবন্টন ।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন,সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সঙ্গীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স, রুলস্ অব বিজনেস, এলাকেশন অব বিজনেস ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা;
- বিভিন্ন বৈঠকের জন্য মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ বরাদ্দ;
- মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের বেতন, ভ্রমণ ভাতা, মহার্ঘ ভাতা, বাড়িভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, ব্যয় নিয়ামক ভাতা, আসবাবপত্র সরবরাহ, পৌরকর, ওয়াসা ও বিদ্যুৎ, প্রহরী কক্ষ নির্মাণ, নিজস্ব বাড়ি মেরামত, মন্ত্রিসভা বৈঠকের আপ্যায়ন ব্যয় ও ঐচ্ছিক মঞ্জুরি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত কার্য সম্পাদন।

২। বিধি ও সেবা অধিশাখার আওতাধীন নিম্নবর্ণিত ৩টি শাখার সমন্বয়ে বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়ঃ (ক) বিধি শাখা

(খ) মন্ত্রীসেবা শাখা
(গ) মন্ত্রী ও সচিব সেবা শাখা।

(ঙ) জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা

এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী বিভাগ, জেলা ও উপজেলার সাধারণ প্রশাসন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জেলা প্রশাসন অধিশাখার মাধ্যমে এই দায়িত্ব সম্পাদন করছে। জেলা প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

- মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/চীফ হুইপ/ প্রতিমন্ত্রী/ হুইপ/উপমন্ত্রী/সমরূপ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দকে জেলার উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ, আইনশৃঙখলা পরিস্থিতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং সরকারের জনকল্যাণধর্মী কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও চলমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান;
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়ে নীতি নির্ধারণমূলক সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়সমূহ;
- মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা ও তদন্ত করা এবং বিভাগীয় মামলা রুজুর অনুমোদন প্রদান, তদন্তের পর প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ, সুপারিশের ভিত্তিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ;
- বিভাগীয় ও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে উক্ত প্রতিবেদনসমূহের ভিত্তিতে সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুত; আইন-শৃঙখলা সংক্রান্ত প্রাপ্ত বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ;
- জেলা প্রশাসকগণের সাময়িক ও বার্ষিক কর্মতৎপরতা মূল্যায়ন;
- দেশের আইন-শৃঙখলা এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উদ্ভত বিভিন্ন সমস্যাদির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে জাতীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারদের সভা/সম্মেলন অনুষ্ঠান;
- জেলা প্রশাসক সম্মেলন অনুষ্ঠান;
- বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ- বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি উদ্‌যাপনের বিষয়ে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- মাঠ পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয় নিষপত্তি।

২। জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা নিম্নোক্ত ৪টি শাখার মাধ্যমে জেলা প্রশাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেঃ

(ক) মাঠ পর্যায়ের সাধারণ প্রশাসন শাখা;

(খ) মাঠ প্রশাসনের সমন্বয়ধর্মী ও বিশেষ কার্যাবলি শাখা;

(গ) মাঠ প্রশাসনের অভিযোগ শাখা;

(ঘ) মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা।

(চ) ফৌজদারি বিচার অধিশাখা

ফৌজদারি বিচার অধিশাখা সমগ্র দেশের ফৌজদারি বিচার প্রশাসন (ম্যাজিস্ট্রেসি) পরিচালনা, দিক নির্দেশনা প্রদান, সম্পাদিত কার্য মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

ফৌজদারি বিচার অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

- প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ/প্রত্যাহার ও পুনঃপ্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- ম্যাজিস্ট্রেটদের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহের তদন্ত/নিষপত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মাসিক পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি ও আইনশৃংখলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসমূহ পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- চাঞ্চল্যকর মামলার অগ্রগতির জন্য গঠিত জেলা কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা ;
- চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসহ সকল ফৌজদারি আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিচারকার্য পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;
- ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;
- জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত ফৌজদারি মামলার মাসিক বিবরণী পর্যালোচনা ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;
- মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন আইনশৃংখলা কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- ফৌজদারি বিচার বিষয়ক নীতিমালা, নির্দেশাবলি,পরিপত্র এবং সাধারণ যোগাযোগ।

২। ফৌজদারি বিচার অধিশাখা নিম্নোক্ত ৩ টি শাখার মাধ্যমে ফৌজদারি বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করছেঃ

(ক) ফৌজদারি নীতি ও সংগঠন শাখা;

(খ) ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা;

(গ) ফৌজদারি মামলা নিষপত্তি ও আইনশৃংখলা শাখা।

* * বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাদি ফৌজদারি বিচার অধিশাখার আওতাভুক্ত।

(ছ) অর্থনৈতিক অধিশাখা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন, পুনর্গঠন, সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম অর্থনৈতিক অধিশাখার মাধ্যমে সম্পাদন করে। এসএসবি, এনইসি ও একনেক সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক কাজ এই অধিশাখা থেকে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া অর্থনৈতিক অধিশাখার মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেঃ

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি
- যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদানের বাস্তব উপযোগিতা বিদ্যমান নেই সে সকল সংস্থা চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করার জন্য গঠিত সচিব কমিটি।

২। অর্থনৈতিক অধিশাখার আওতায় নিম্নোক্ত ২টি শাখা রয়েছেঃ

(ক) কমিটি বিষয়ক শাখা
(খ) ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা।

(জ) প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা

প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি ও বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিশেষ সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান, উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত কাজ, স্বাধীনতা ও জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশাবলি প্রণয়ন; 'নিকার'সভা অনুষ্ঠান ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান, 'নিকার' সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নসহ এর আওতাভূক্ত অন্যান্য বিষয়াদি; বিভাগ, জেলা, উপজেলা ইত্যাদির সীমানা নির্ধারণ; নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্রের গঠনপ্রকৃতি, অবশ্যকরণীয় বিষয়াদি ও এগুলো স্থাপনের বিস্তারিত রীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলি প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা সম্পাদন করে। প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেঃ

- জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনা বিষয়ক সচিব কমিটি;
- জেলাসদরের কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি;
- ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি);
- নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

২। প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখার আওতায় নিম্নোক্ত ২টি শাখা ও একটি সেল রয়েছেঃ

(ক) প্রকল্প ও সুশাসন শাখা
(খ) নিকার শাখা
(গ) গবেষণা ও সংস্কার সেল।

২০০৪-০৫ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ

১। **মন্ত্রিসভা বৈঠকঃ** প্রতিবেদনাধীন (২০০৪-০৫) অর্থবছরে অনুষ্ঠিত মোট ৪১টি মন্ত্রিসভা বৈঠকের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করা হয়েছে। এসকল সভায় ১০৭টি সূচিভিত্তিক এবং ১৯টি বিবিধ সিদ্ধান্তসহ মোট ১২৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তন্মধ্যে ৬৩টি (৪৯টি সূচিভিত্তিক এবং ১৪টি বিবিধ) সিদ্ধান্ত প্রতিবেদনাধীন বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে।

২। **মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠকঃ** প্রতিবেদনাধীন (২০০৪-০৫) অর্থবছরে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির মোট ১৪ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৮১টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়, তন্মধ্যে ৬৩টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির মোট ০৯ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৫৬টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়, তন্মধ্যে ৩৬টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ০৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভাসমূহের সুপারিশের আলোকে নিম্নরূপ পুরস্কার প্রদান করা হয় ঃ

(ক) ০৬ নভেম্বর এবং ২৪ নভেম্বর ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশের আলোকে বেগম হুসনা বানু খানম ও ড. দিলারা চৌধুরীকে নারী জাগরণ ও বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৪ সালের বেগম রোকেয়া পদকে ভূষিত করা হয়।

(খ) ০২-০২-০৫ ও ১৩-০২-০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ০২টি বৈঠকে সুপারিশকৃত ১৪ জন সুধীকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় ‘একুশে পদক, ২০০৫’ প্রদান করা হয়।

(গ) ৭-৩-০৫ ও ১৬-৩-০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত দু’টি সভার সুপারিশের আলোকে জাতীয় জীবনে অসাধারণ ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাক্তন মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোঃ মুজিবুল হক এবং কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়াল ডিজিজ রিসার্চ,বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি)কে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০০৫’ প্রদান করা হয়।

৩। <u>অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকঃ</u>

(ক) প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৩০ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ০১টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রশাসনিক, আইন-শৃঙখলা,কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করেন । তাছাড়া ০৫ জুলাই ২০০৪ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক উপস্থাপিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনার জন্য ১৪ আগস্ট ২০০৪ তারিখে একটি পর্যালোচনা সভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্ণিত সভায় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সার্বিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ০৭টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এসকল সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং করা হয়েছে।

(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২৬ আগস্ট ২০০৪ তারিখে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি(নিকার) এর ৯০ তম সভা এবং ২৯ জানুয়ারি ২০০৫ তারিখে ৯১ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঘ) মাঠ পর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ৯-১১ এপ্রিল ২০০৫ তারিখে 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০০৫' অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে বিভাগীয় কমিশনারসহ জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ৪১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র লেখা হয়েছে।

(ঙ) ২০০৪-০৫ অর্থবছরে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(চ) মন্ত্রিসভা বৈঠকসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১২ ডিসেম্বর ২০০৪, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ এবং ০২ মার্চ ২০০৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ০৪টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ছ) ০৪ জুলাই ২০০৪ এবং ২১ অক্টোবর ২০০৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গ্রাহকদের অনুকূলে ইউটিলিটি বিল পরিশোধের প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(জ) ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২৮-১০-২০০৪, ২৭-১২-২০০৪, ১১-০৬-২০০৫ ও ১৯-০৬-২০০৫ তারিখে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটি (এনএমসি) এর ০৩টি সভা ০৮-১১-২০০৪, ২৭-১২-২০০৪ এবং ১১-০৬-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ০৯টি।

(ঝ) কিশোরগঞ্জ দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ডের উপর ০৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঞ) যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদানের বাস্তব উপযোগিতা বিদ্যমান নেই সে সকল সংস্থা চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত সচিব কমিটির ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ০৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ০২টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

(ট) ২০০৪-০৫ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের ৮(আট)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঠ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ/ অধিশাখা/ শাখা-এর কার্যাবলি মনিটরিং-এর লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতিমাসের ৬ তারিখে ১টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়াও উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতিমাসের ২০ তারিখে পৃথক ১টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিবেদনাধীন (২০০৪-০৫) অর্থবছরে মোট ২৪(চবিবশ)টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০০৪-০৫ অর্থবছরে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতি

২০০৪-০৫ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

(১) ২৪ নভেম্বর ২০০৪ তারিখে এসআরও নং-৩২২-আইন/০৪-মপবি ৪(৫)/২০০৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে Rules of Business,1996 এর Schedule-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) সংশোধন করে দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত বিষয়াদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যবন্টন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) ০৬ জানুয়ারি ২০০৫ তারিখে এসআরও নং-৫-আইন-মপবি ৪(৫)/২০০৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে Rules of Business 1996 এর schedule-1 এ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন তালিকা সংশোধন করা হয়েছে।

(৩) ৩০ মে ২০০৫ তারিখে এসআরও নং-১২৫-আইন/মপবি ৪/২/২০০১ প্রজ্ঞাপনমূলে Rules of Business 1996 এর schedule-1 এ স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যবন্টন তালিকা সংশোধন করা হয়েছে।

(৪)০২ অক্টোবর ২০০৪ তারিখে 'বাংলাদেশ বেসরকারি বিনিয়োগ নির্দেশিকা' জারি করা হয়েছে।

(৫)২২ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন করা হয়েছে।

(৬)৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখে বালি উত্তোলন এবং ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো এবং পদ্ধতি সংশোধন সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত জারি করা হয়েছে।

২০০৪-০৫ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত
D‡j-L‡hvM¨ Kg©Kv‡Êi weeiY

২০০৪-০৫ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

ক. জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলিঃ

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচেছদ এবং Rules of Business, 1996 এর rule 16(vi) মোতাবেক ২০০৫ সালের জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদন গ্রহনক্রমে চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২) অষ্টম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষষ্টদশ ও সপ্তদশ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতির দপ্তর এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং যেসকল মন্ত্রণালয়ে কোন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয় নাই অথবা যে সকল মন্ত্রণালয়ে শুধুমাত্র প্রতিমন্ত্রীগণ নিয়োজিত রয়েছেন, জাতীয় সংসদে সেই সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সংসদ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীগণের মধ্যে বিভাজন করা হয়েছে। অধিবেশন চলাকালীন সময়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী দেশের বাইরে অথবা ঢাকার বাইরে অবস্থান করলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালনের জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৩) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ লুৎফুজ্জামান বাবর ৩১-০৩-২০০৫ হতে ০৪-০৪-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত দেশের বাইরে অবস্থানকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া কর্তৃক নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৪) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ লুৎফুজ্জামান বাবর ০২-০৭-২০০৪ হতে ১১-০৭-২০০৪ তারিখ পর্যন্ত দেশের বাইরে অবস্থানকালীন সময়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী আলহাজ্ব আলতাফ হোসেন চৌধুরী কর্তৃক নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৫) ১৮-০৬-২০০৫ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জনাব এ কে এম মোশাররফ হোসেনের পদত্যাগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৬) ২০-০৬-২০০৫ তারিখে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মাহমুদুর রহমানকে উপমন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতন ও সুযোগ সুবিধাসহ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উপদেষ্টা নিয়োগ এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৭) ০২-০৭-২০০৫ তারিখে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়ে আলহাজ্ব এ, বি,এম, মহিউদ্দীন চৌধুরীকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৮) মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/চীফ হুইপ/প্রতিমন্ত্রী/হুইপ/উপমন্ত্রী/সমরূপ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জেলার উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ, আইন-শৃঙখলা পরিস্থিতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং সরকারের জনকল্যাণধর্মী কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও চলমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং-এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন সংশোধন করে চাঁদপুর জেলার দায়িত্ব পুনর্বন্টন করা হয়েছে

(৯) ২০০৪-০৫ অর্থবছরে নিম্নোক্ত দেশসমূহে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সরকারি সফরকালে ঢাকা ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছেঃ

(ক) সংযুক্ত আরব আমিরাতের সুলতান শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান এর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ০৪-১১-২০০৪ থেকে ০৬-১১-২০০৪ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর উপলক্ষে ;

(খ) ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট এবং পিএলও-র চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ১১-১১-২০০৪ থেকে ১৩-১১-২০০৪ পর্যন্ত কায়রো সফর উপলক্ষে;

(গ) ১৩ জানুয়ারি ২০০৫ তারিখ থেকে ২৮ জানুয়ারি ২০০৫ তারিখ পর্যন্ত পবিত্র হজ্ব পালনের জন্য সৌদি আরব সফর উপলক্ষে।

(১০) ২০০৪-০৫ অর্থবছরে নিম্নোক্ত দেশসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি সফরকালে ঢাকা ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছেঃ

(ক) ব্যাংককে অনুষ্ঠিত বিমস্‌টেক জোটের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে ২৯-০৭-২০০৪ তারিখ হতে ৩১-০৭-২০০৪ তারিখ পর্যন্ত থাইল্যান্ডে সরকারি সফরকালে;

(খ) পবিত্র ওমরাহ্‌ পালনের জন্য ০৭-১১-২০০৪ হতে ১৩-১১-২০০৪ তারিখ পর্যন্ত সৌদি আরব সফর উপলক্ষে;

(গ) ২০-০৩-২০০৫ হতে ২২-০৩-২০০৫ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে সরকারি সফর উপলক্ষে;

(ঘ) ১৭-০৫-২০০৫ হতে ১৯-০৫-২০০৫ পর্যন্ত ভিয়েতনামে সরকারি সফর উপলক্ষে;

(ঙ) ১৪-০৬-২০০৫ তারিখ হতে ১৬-০৬-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত কাতারে সরকারি সফর উপলক্ষে।

(১১) Rules of Business,1996 এর rule-25(3) অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০০৩-০৪ অর্থবছরের প্রতিবেদন ১৩ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

(১২) খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন চট্টগ্রামের হালিশহরস্থ সিএসডি বেপজা এর নিকট হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে সিএসডির ভূ-সম্পত্তি ও স্থাপনার মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(১৩) ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখে নদ-নদী, খাল, প্লাবন-ভূমি ও জলাধার সংরক্ষণ, উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার ও ভরাট নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৪ এর খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটিতে মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়-কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কমিটির কার্যপরিধি পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

(১৪) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(১৫) 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' এ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী (যদি থাকে) কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(১৬) প্রকল্প শেষ হওয়ার পূর্বে প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার বদলির বিষয় বিবেচনার নিমিত্তে একটি উচচ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(১৭) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে গৃহীত প্রকল্পসমূহে মূল পরামর্শকের প্রতিস্থাপক পরামর্শক নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(১৮) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীনে গৃহীত প্রকল্পসমূহে নির্বাচিত/নিয়োজিত মূল পরামর্শকের প্রতিস্থাপক পরামর্শক নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে সভাপতি করে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির বিষয়ে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীগণ নিয়োজিত আছেন সে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীগণকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য উপর্যুক্ত কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব অর্পন করে ৪ আগস্ট ২০০৪ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(১৯) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীনে গৃহীত প্রকল্পসমূহে নির্বাচিত/নিয়োজিত মূল পরামর্শকের প্রতিস্থাপক পরামর্শক নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে সভাপতি করে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকায় মন্ত্রী হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্থলে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীকে উক্ত কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(২০) বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সংক্রান্ত রায় বাস্তবায়নকল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মতামত গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় বিচার বিশ্লেষণপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির কার্যক্রম পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত স্থগিত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(২১) জাতীয় বেতন কমিশন-২০০৪ এর প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ একটি বেতন কাঠামো নির্ধারণ এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সরকারের নিকট যথোপযুক্ত সুপারিশ পেশ করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারের নিকট এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করে।

(২২) বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন এ্যাক্ট, ২০০৪ এর খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(২৩) ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক নীতিমালা পুনঃ প্রণয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(২৪) বাংলাদেশ বেসরকারি বিনিয়োগ নির্দেশিকা (Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines) এর আওতায় বেসরকারি বিনিয়োগপুষ্ট অবকাঠামো প্রকল্পের সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি বেসরকারি অবকাঠামো কমিটি/Private Infrastructure Committee (PICOM) গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(২৫) প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(২৬) জনশক্তি রপ্তানি কার্যক্রমকে আরো গতিশীল, লাভজনক এবং বিদেশে কর্মরত ও গমনেচ্ছু কর্মীদের হয়রানি রোধ ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি সচিব কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(২৭) যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদানের বাস্তব উপযোগিতা বিদ্যমান নেই সে সকল সংস্থা চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত সচিব কমিটি পুনর্গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(২৮) 'বাংলাদেশ বেসরকারি বিনিয়োগ নির্দেশিকা'র আওতায় বেসরকারি বিনিয়োগপুষ্ট অবকাঠামো প্রকল্পের সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও অগ্রগতি তরান্বিত করার লক্ষ্যে মুখ্যসচিবকে সভাপতি করে একটি বেসরকারি অবকাঠামো কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(২৯) ২১ আগস্ট ২০০৪ তারিখ শনিবার বঙ্গবন্ধু এভিনিউ-তে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সমাবেশে বোমা বিস্ফোরণে ১৮ ব্যক্তির মৃত্যু এবং শতাধিক ব্যক্তির আহত হওয়ার ঘটনায় মন্ত্রিসভার ২৩ আগস্ট ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গৃহীত শোক প্রস্তাবের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(৩০) প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও স্টেট অব প্যালেস্টাইনের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব ইয়াসির আরাফাত এর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নিমিত্তে ১১ নভেম্বর ২০০৪ তারিখ হতে তিনদিন ব্যাপী শোক পালনের উদ্দেশ্যে দেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

(৩১) বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ৯ জন সদস্য কঙ্গোতে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্বপালনরত অবস্থায় ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে বিদ্রোহীদের অতর্কিত আক্রমনে শাহাদাৎ বরণ করায় মন্ত্রিসভার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গৃহীত শোক প্রস্তাবের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় এবং শাহাদাত বরণকারী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ০৮ জন এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ০১ জন সদস্যের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ০১ মার্চ ২০০৫ তারিখে জাতীয় পর্যায়ে শোক পালনের জন্য সকল সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান/ভবন ও বেসরকারি ভবনসমূহ এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(৩২) রোমান ক্যাথলিকদের প্রধান ধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় জন পল এর মৃত্যুতে মন্ত্রিসভার ০৪ এপ্রিল ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গৃহীত শোক প্রস্তাবের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় এবং তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ০৬ এপ্রিল ২০০৫ তারিখে জাতীয় পর্যায়ে শোক দিবস পালনের উদ্দেশ্যে উক্ত দিবসে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ভবনসমূহে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(৩৩) ১০ এপ্রিল ২০০৫ তারিখ রবিবার দিবাগত রাতে ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার উপজেলার পলাশবাড়ি এলাকার বাইপাইলে অবস্থিত স্পেকট্রাম গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী লিঃ এর নয় তলা ভবন আকস্মিকভাবে ধসে পড়ায় প্রায় সত্তর জন শ্রমিক-কর্মচারীর প্রাণহানি এবং শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী আহত হওয়ার ঘটনায় মন্ত্রিসভার ১৮ এপ্রিল ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গৃহীত শোক প্রস্তাবের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(৩৪) সরকার পুনর্গঠিত 'জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র বিষয়ে নিম্নরূপ অফিস আদেশ জারি করেঃ

(ক) কমিটির সভাপতি জনাব তরিকুল ইসলাম, মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর অনুপস্থিতিতে কমিটির সদস্য জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জনাব তরিকুল ইসলাম সভায় উপস্থিত থাকলে সভায় তিনিই সভাপতিত্ব করবেন।

(খ) সভাপতির অবর্তমানে কমিটির সদস্য জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সভাপতিত্ব করলে উক্ত সভায় অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম, প্রতিমন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে 'জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র সভ্য়া উপস্থিত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

(৩৫) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নির্দিষ্ট ছকে দেশের সকল উপজেলা পরিদর্শনের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি এবং এর ভিত্তিতে সরকারের নীতি নির্ধারণী বিষয়সহ বিভিন্ন সমস্যা নিরসন, সুশাসন নিশ্চিতকরণ ও উপজেলা প্রশাসনের অধিকতর উন্নয়নকল্পে প্রণীত সুপারিশ সম্বলিত সারসংক্ষেপ ১১ অক্টোবর ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করা হয় এবং উপজেলা পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়।

(৩৬) প্রতি ছয় মাস অন্তর মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ০১ নভেম্বর ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে ২য় প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে।

(৩৭) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য প্রণীত সার-সংক্ষেপে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট সচিব কর্তৃক প্রত্যয়ন প্রদানের জন্য সরকারি নির্দেশনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

(৩৮) মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকে পরামর্শক পরিবর্তন ও সাব-কন্ট্রাক্ট বন্ধ করা সংক্রান্ত একটি সরকারি নির্দেশনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

(৩৯) মন্ত্রিসভা কমিটিতে সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত/মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় আমন্ত্রিত সচিবগণকে ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়ে পত্র জারি করা হয়েছে।

(৪০) The Public Procurement Regulations 2003(PPR-2003)এর রেগুলেশন-৪ অনুযায়ী সংগ্রহের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পূর্বানুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক। আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার কারণে সংগ্রহের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৩ এর বিধান অনুসরণ করা সম্ভব না হলে সে ব্যাপারে ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়ায়নের পূর্বেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পূর্বানুমতি গ্রহণ করার জন্য একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

(৪১) ০১ নভেম্বর ২০০৪ তারিখে বাংলাদেশ “ব্যুরো অব এন্টিকরাপশন” বিলুপ্ত করে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়।

(৪২) ০১ নভেম্বর ২০০৪ তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশনে ৩(তিন) জন কমিশনার নিয়োগ করা হয়।

(৪৩) ৩০ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সরকারের সংরক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হবেন মর্মে দুর্নীতি দমন কমিশনকে জানানো হয় এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজের সুবিধার্থে জরুরি প্রয়োজনের জন্য ৩৬টি পদ সৃজন করা হয় । তাছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারগণের (চেয়ারম্যানসহ) পার্সোনাল স্টাফ নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়।

(৪৪) নিকার-এর ৯১তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সিলেট সদর উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন সমন্বয়ে 'দক্ষিন সুরমা', নোয়াখালী সদর উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন সমন্বয়ে 'সুবর্ণচর', কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও আদর্শ সদর উপজেলাকে বিভক্ত করে ১০টি ইউনিয়ন এবং নবসৃষ্ট কুমিল্লা সদর দক্ষিন পৌরসভা নিয়ে 'কুমিল্লা সদর দক্ষিন' ও নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও ০১টি পৌরসভা সমন্বয়ে 'সোনাইমুড়ি' উপজেলা গঠনের নিমিত্তে সরকারি সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হয় ও উপজেলার বিভিন্ন অফিসের জন্য অফিস সেট-আপ অনুমোদন করা হয়।

(৪৫) নিকার-এর ৯১তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ০৪টি তদন্তকেন্দ্র স্থাপন ও ০৮টি নতুন থানা সৃষ্টির সরকারি সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হয়।

(৪৬) নিকার-এর ৯১তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বগুড়া জেলার মাঝিড়া উপজেলার নাম পরিবর্তন করে শাজাহানপুর নামকরণের সরকারি সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হয়।

(৪৭) ২০০৪-০৫ অর্থবছরে মোট ১২০ জন ২য় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

(৪৮) জেলায় কর্মরত শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (On the job training) সমাপনান্তে ২৬০ জন কর্মকর্তাকে সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

(৪৯) তোষাখানা (মেইনটেনেন্স এন্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ১৯৭৪ নীতিমালা অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী থেকে প্রাপ্ত ৪৬টি উপহার সামগ্রী বঙ্গবভনস্থ রাষ্ট্রীয় তোষাখানায় জমা প্রদান করা হয়।

(৫০) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট/এ্যাপিলেট বিভাগ/প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১/২ থেকে প্রাপ্ত রীট/আপীল/কোর্ট অবমাননা ইত্যাদি ধরনের মোট ১৬৫টি মামলা প্রাথমিক মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণান্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

খ. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যাবলিঃ

(১) বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর প্রশাসনিক কার্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ফৌজদারি নীতি ও সংগঠন শাখার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাদের কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৮ লাইন বিশিষ্ট ইন্টারকম সিস্টেম প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল শাখার কম্পিউটারকে লোকাল নেটওয়ার্কের (LAN) এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

(৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল কর্মকর্তাগণের কক্ষে স্থাপিত কম্পিউটারে ব্রডব্যান্ড সার্ভারের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

(৫) ই-গভর্নেন্স চালুর স্বার্থে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তৃতীয় তলায় একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আইটি সার্ভার রুম স্থাপন করা হয়েছে।

(৬) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিজস্ব "ওয়েবসাইট" চালু করা হয়েছে; যার ঠিকানা হচেছ www. cabinet. gov. bd.

(৭) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন শাখার নথি শ্রেণী বিন্যাসপূর্বক ৫,২৯৩ (পাঁচ হাজার দুইশত তিরানববই)টি বিনষ্টযোগ্য পুরাতন নথি বিনষ্ট করা হয়েছে।

(৮) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের জন্য ৪২,০০০/- টাকার নতুন বই পত্র ক্রয় করা হয়েছে।

(৯) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২টি গাড়ী (ঢাকা মেট্রো-খ-১১-০০৬৫ ঢাকা মেট্রো-খ ১১-০০৭৪) অকেজো ঘোষণা করা হয়েছে।

(১০) গাড়ীর ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

(১১) মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং কার্যকরি প্রশাসনিক ও সমন্বয়মূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রতি দুইমাস অন্তর নিবিড়ভাবে জেলা ও উপজেলা পরিদর্শন করছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নির্দিষ্ট ছকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উপজেলা পরিদর্শনের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা নিরসন, সুশাসন নিশ্চিতকরণ, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাগণের সার্বক্ষণিকভাবে কর্মস্থলে অবস্থান নিশ্চিতকরণ ও উপজেলা প্রশাসনের অধিকতর উন্নয়নকল্পে প্রণীত সুপারিশ সরকারের নীতি নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক উপজেলা পরিদর্শন প্রতিবেদনে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণকে পত্র দেয়া হয়েছে। ভিজিট/পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যেসকল উপজেলা প্রশাসন প্রশংসনীয় 'A+' ও 'A' মান অর্জন করেছে সেসকল জেলার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডি,ও পত্র দেয়া হয়েছে এবং পত্রের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে দেয়া হয়েছে। যেসকল উপজেলা পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর অসম্মানজনক 'C' মান অর্জন করেছে সেসকল জেলার জেলা প্রশাসকগণকে দিকনির্দেশনামূলক ডি,ও পত্র দেয়া হয়েছে।

--------- × ---------